দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত বিষয় সমূহের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করেন।

যিনি ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ করেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং তাঁর সমস্ত দুঃখ দূর করেন। যে কোন কথা যখন পরমেশ্বর ভগবানের অপার দিব্য গুণের মহিমা বর্ণনা করে, তখন তাই সত্য, কল্যাণ এবং পুণ্য সঞ্চারক, অপরপক্ষে অন্য সকল কথাই হচ্ছে অপবিত্র। পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত আলোচনা দিব্য আনন্দ দান করে এবং তা নিত্য নব নবায়মান, কিন্তু কাকতুল্য ব্যক্তিরা অনাবশ্যক বিষয়ে মগ্ন হয়—যে সমস্ত কথার সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা বাচক অসংখ্য নাম শ্রবণ কীর্তন করে মানুষ তাদের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি ভক্তিশূন্য জ্ঞানের কিংবা তাঁর শ্রীচরণে অর্পিত না হলে সকাম কর্মেরও কোনও প্রকৃত সৌন্দর্য নেই। অপরপক্ষে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা অবিরাম স্মরণ করলে মানুষের অশুভ কামনা দূরীভূত হয়, মন পবিত্র হয় এবং মানুষ উপলব্ধি ও বৈরাগ্য সংযুত হয়ে ভগবান শ্রীহরির প্রতি প্রেমভক্তি লাভ করে।

তারপর সূত গোস্বামী বললেন যে, পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিতের সভায় তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে সর্বপাপহর শ্রীকৃষ্ণ মহিমা শ্রবণ করেছিলেন এবং এখন তিনি সেই একই ভগবৎ মহিমা নৈমিষারণ্যের ঋষিদের শুনাচ্ছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* কথা শ্রবণ করে আত্মা পবিত্র হয় এবং সমস্ত প্রকার ভয় ও পাপ থেকে মুক্ত হয়। এই গ্রন্থ পাঠের ফলে সমস্ত বেদ পাঠের ফল লাভ হয় এবং মানুষের সমস্ত কামনাও পূর্ণ হয়। সংযত চিত্তে সমস্ত *পুরাণের* সারাতিসার এই গ্রন্থটি পাঠ করলে মানুষ শ্রীভগবানের পরম ধামে পৌঁছতে পারবে। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি শ্লোকে অসংখ্য সবিশেষ রূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীহরির গুণ মহিমাই কীর্তিত হয়েছে। অবশেষে, শ্রীসূত গোস্বামী অজ এবং অসীম পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত জীবের পাপ হরণে সক্ষম ব্যাসদেব পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে তাঁর প্রণাম নিবেদন করেন।

শ্লোক ১

সূত উবাচ

নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নমঃ**—প্রণাম; **ধর্মায়**—ধর্মকে; **মহতে**—মহত্তম; **নমঃ**—প্রণাম; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **বেধসে**—স্রষ্টা; **ব্রাহ্মণেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **নমস্কৃত্য**—প্রণাম করে; **ধর্মান্**—ধর্মকে; **বক্ষ্যে**—বলব; **সনাতনান্**—সনাতন।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—পরম ধর্ম ভক্তিমূলক সেবাকে, পরম স্রষ্টা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদেরকে প্রণাম নিবেদন করে এখন আমি সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করব।

তাৎপর্য

দ্বাদশ স্কন্ধের এই দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীল সূত গোস্বামী *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধ থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ের সার সংক্ষেপ বলবেন।

শ্লোক ২

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা বিষ্ণোশ্চরিতমদ্ভুতম্ ।
ভবদ্ভির্যদহং পৃষ্টো নরাণাং পুরুষোচিতম্ ॥ ২ ॥

এতৎ—এই সকল; **বঃ**—আপনাদেরকে; **কথিতম্**—বর্ণনা করেছি; **বিপ্রাঃ**—হে বিপ্রগণ; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **চরিতম্**—চরিত কথা; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **ভবদ্ভিঃ**—মহান আপনাদের দ্বারা; **যৎ**—যা; **অহম্**—আমি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত; **নরাণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **পুরুষ**—প্রকৃত মানুষের পক্ষে; **উচিতম্**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

হে মহান ঋষিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা অনুসারে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অদ্ভুত লীলাকথা আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছি। এই হরিকথা শ্রবণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানুষের উপযুক্ত কর্ম।

তাৎপর্য

নরাণাম্ পুরুষোচিতম্ কথাটি ইঙ্গিত করে যে নর-নারীদের মধ্যে যারা প্রকৃত মনুষ্যস্তরে উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তন

করেন। অপরপক্ষে অসভ্য মানুষেরা ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পর্কে সেরকম আগ্রহবোধ করেন না।

শ্লোক ৩

অত্র সংকীর্তিতঃ সাক্ষাৎ সর্বপাপহরো হরিঃ ।
নারায়ণো হৃষীকেশো ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩ ॥

অত্র—এখানে, এই শ্রীমদ্ভাগবতে; **সংকীর্তিতঃ**—পূর্ণরূপে কীর্তিত; **সাক্ষাৎ**—সরাসরিভাবে; **সর্বপাপ**---সমস্ত পাপের; **হরঃ**—হরণকারী; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ; **হৃষীকেশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর ভগবান হৃষীকেশ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—যদুর; **পতিঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা কীর্তন করে, যিনি তাঁর ভক্তদের সমস্ত পাপ হরণ করেন। ভগবান শ্রীনারায়ণ, হৃষীকেশ এবং যদুপতিরূপে কীর্তিত হয়ে থাকেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু পবিত্র নাম তাঁর অসাধারণ দিব্য গুণাবলী সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। *শ্রীহরি* নামটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান তাঁর ভক্তদের হৃদয় থেকে সমস্ত প্রকার পাপ হরণ করেন। *নারায়ণ* নামটি নির্দেশ করে যে ভগবান সমস্ত জীবকে পালন করেন। *হৃষীকেশ* নামটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম নিয়ন্তা। *ভগবান* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বাকর্ষক পরম সত্তা। এবং *সাত্বতাং পতিঃ* কথাটি ইঙ্গিত করে যে ভগবান স্বাভাবিকভাবেই সাধু এবং ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রভু, বিশেষ করে মহিমান্বিত যদুবংশের সদস্যদের পতি স্বরূপ।

শ্লোক ৪

অত্র ব্রহ্ম পরং গুহ্যং জগতঃ প্রভবাপ্যয়ম্ ।
জ্ঞানং চ তদুপাখ্যানং প্রোক্তং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥ ৪ ॥

অত্র—এখানে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **পরম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গুহ্য; **জগতঃ**—এই জগতের; **প্রভব**—সৃষ্টি; **অপ্যয়ম্**—এবং প্রলয়; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **তৎ-উপাখ্যানম্**—তা অনুশীলনের উপায়; **প্রোক্তম্**—বলা হয়েছে; **বিজ্ঞান**—দিব্য উপলব্ধি; **সংযুতম্**—সংযুত।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ পরম সত্যের রহস্য, সৃষ্টির মূল উৎস এবং ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সম্পর্কে বর্ণনা করে। বিজ্ঞান তথা মানুষের দিব্য উপলব্ধি সংযুত ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান এবং তা অনুশীলনের পন্থাও এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্লোক ৫

ভক্তিযোগঃ সমাখ্যাতো বৈরাগ্যং চ তদাশ্রয়ম্ ।
পারীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ ॥ ৫ ॥

ভক্তিযোগঃ—ভক্তিমূলক সেবার পন্থা; সমাখ্যাতঃ—বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; বৈরাগ্যম্—বৈরাগ্য; চ—এবং; তৎ-আশ্রয়ম্—তার আশ্রিত; পারীক্ষিতম্—মহারাজ পরীক্ষিতের; উপাখ্যানম্—উপাখ্যান; নারদ—নারদের; আখ্যানম্—ইতিহাস; এব—বস্তুতপক্ষে; চ—ও।

অনুবাদ

নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও বর্ণিত হয়েছে—ভক্তিমূলক সেবা এবং তার আশ্রিত বৈরাগ্যলক্ষণ, মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শ্রীনারদমুনির আখ্যান।

শ্লোক ৬

প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ ।
শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সংবাদশ্চ পরীক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥

প্রায়-উপবেশঃ—আমৃত্যু উপবাস; রাজ-ঋষেঃ—রাজর্ষি; বিপ্র-শাপাৎ—ব্রাহ্মণপুত্রের অভিশাপ হেতু; পরীক্ষিতঃ—মহারাজ পরীক্ষিতের; শুকস্য—শুকদেব গোস্বামীর; ব্রহ্ম-ঋষভস্য—হে দ্বিজোত্তম; সংবাদঃ—সংলাপ; চ—এবং; পরীক্ষিতঃ—পরীক্ষিতের সঙ্গে।

অনুবাদ

সেখানে বিপ্রশাপে রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন, দ্বিজোত্তম শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের সংলাপও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৭

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সংবাদো নারদাজয়োঃ ।
অবতারানুগীতং চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ ॥ ৭ ॥

যোগ-ধারণয়া—স্থির যোগ সমাধির দ্বারা; **উৎক্রান্তিঃ**—মৃত্যুর মুহূর্তে মুক্তি লাভ; **সংবাদ**—সংলাপ; **নারদ-অজয়োঃ**—ব্রহ্মা এবং নারদের মধ্যে; **অবতার-অনুগীতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা; **চ**—এবং; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **প্রাধানিকঃ**—অব্যক্ত জড়া প্রকৃতি তথা প্রধান থেকে; **অগ্রতঃ**—ক্রমে ক্রমে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে যোগ সমাধির অভ্যাস করে মানুষ মৃত্যুর সময় মুক্তি লাভ করতে পারে। এই গ্রন্থে ব্রহ্মা ও নারদের সংলাপ, পরমেশ্বর ভগবানের অবতার তালিকা, ক্রমিক পর্যায়ে অব্যক্ত প্রধান থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কথাও বর্ণিত হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করে বলেন যে, *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত অসংখ্য বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদান করা হচ্ছে এক কঠিন ব্যাপার। তাই একথা সুস্পষ্ট যে, সূত গোস্বামী শুধু বিষয়গুলির সারসংক্ষেপ করছেন। আমাদের ভাবা উচিত নয় যে তিনি যে-সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করতে পারেন নি, সেগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ বা নিষ্প্রয়োজনীয়, কেননা, *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রতিটি বর্ণ, প্রতিটি শব্দ হচ্ছে পরম কৃষ্ণভাবনাময় শব্দতরঙ্গ।

শ্লোক ৮

বিদুরোদ্ধবসংবাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ ॥ ৮ ॥

বিদুর-উদ্ধব—বিদুর এবং উদ্ধবের মধ্যে; **সংবাদঃ**—আলোচনা; **ক্ষত্তৃ-মৈত্রেয়য়োঃ**—বিদুর এবং মৈত্রেয়ের মধ্যে; **ততঃ**—তারপর; **পুরাণ-সংহিতা**—এই পুরাণ সংহিতা সম্পর্কে; **প্রশ্নঃ**—প্রশ্ন; **মহাপুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে; **সংস্থিতিঃ**—সৃষ্টি সংবরণ।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ বিদুরের সঙ্গে উদ্ধব এবং মৈত্রেয়ের কথোপকথন, এই পুরাণ সংহিতার বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন, প্রলয়ের সময় পরমেশ্বর ভগবানের দেহে সৃষ্টি সংবরণ ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করে।

শ্লোক ৯

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্ত বৈকৃতিকাশ্চ যে ।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসম্ভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ—তারপর; **প্রাকৃতিকঃ**—জড়া প্রকৃতি থেকে; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **সপ্ত**—সাত; **বৈকৃতিকাঃ**—বিকারের মাধ্যমে উদ্ভূত সৃষ্টির স্তরসমূহ; **চ**—এবং; **যে**—যা; **ততঃ**—তারপর; **ব্রহ্ম-অণ্ড**—ব্রহ্মাণ্ড; **সম্ভূতিঃ**—নির্মাণ; **বৈরাজঃ পুরুষঃ**—ভগবানের বিরাটরূপ; **যতঃ**—যা থেকে।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতির গুণের বিক্ষোভ থেকে সঞ্জাত সৃষ্টি, ভৌতিক বিকারের দ্বারা সাতটি স্তরের ক্রমবিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাণ, যা থেকে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের প্রকাশ—এই সমস্ত বিষয়গুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১০

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ ।
ভুব উদ্ধরণেঽম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যথা ॥ ১০ ॥

কালস্য—কালের; **স্থূল-সূক্ষ্মস্য**—স্থূল এবং সূক্ষ্ম; **গতিঃ**—গতি; **পদ্ম**—পদ্মের; **সমুদ্ভবঃ**—উদ্ভব; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **উদ্ধরণে**—উদ্ধার সম্পর্কে; **অম্বোধেঃ**—সমুদ্র থেকে; **হিরণ্যাক্ষ বধঃ**—হিরণ্যাক্ষ বধ; **যথা**—যেরকম সংঘটিত হয়েছিল।

অনুবাদ

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কালের সূক্ষ্ম এবং স্থূল গতির বর্ণনা, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে পদ্মের উদ্ভব, পৃথিবীকে গর্ভোদক সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে হিরণ্যাক্ষ বধের বর্ণনা।

শ্লোক ১১

ঊর্ধ্বতির্যগবাক্‌সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ ।
অর্ধনারীশ্বরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ১১ ॥

ঊর্ধ্ব—ঊর্ধ্বলোকের দেবতাগণ; **তির্যক্**—পশুদের; **অবাক্**—নিম্ন যোনিজাত জীবের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **রুদ্র**—শিবের; **সর্গঃ**—সৃষ্টি; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **অর্ধ-নারী**—অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ; **ঈশ্বরস্য**—ঈশ্বরের; **অথ**—তারপর; **যতঃ**—যার থেকে; **স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ**—স্বায়ম্ভুব মনু।

অনুবাদ

দেবতা, পশু এবং অসুর প্রজাতির সৃষ্টি, রুদ্রের জন্ম, অর্ধনারীশ্বর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব—ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা রয়েছে।

শ্লোক ১২

শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা ।
সন্তানো ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ ॥ ১২ ॥

শতরূপা—শতরূপা; **চ**—এবং; **যা**—যিনি; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীদের; **আদ্যা**—আদি; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **উত্তমা**—শ্রেষ্ঠা; **সন্তানঃ**—সন্তান; **ধর্মপত্নীনাম্**—ধর্ম পত্নীদের; **কর্দমস্য**—কর্দম মুনির; **প্রজাপতেঃ**—প্রজাপতিদের।

অনুবাদ

প্রথমা রমণী তথা মনুর উত্তমা পত্নী শতরূপার আবির্ভাব এবং প্রজাপতি কর্দমের ধর্মপত্নীদের সন্তানদের সম্পর্কেও এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা ॥ ১৩ ॥

অবতারঃ—অবতার; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কপিলস্য**—ভগবান কপিলদেবের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা; **দেবহূত্যাঃ**—দেবহূতির; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—সংলাপ; **কপিলেন**—কপিলদেবের সঙ্গে; **চ**—এবং; **ধীমতা**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমেশ্বর ভগবানের অবতাররূপে মহাত্মা কপিল মুনির অবতার সম্পর্কে এবং সেই ধীমান মহাত্মার সঙ্গে তাঁর মাতা দেবহূতির সংলাপ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৪-১৫

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্ ।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ ॥ ১৪ ॥
নারদস্য চ সংবাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ ।
নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ ॥ ১৫ ॥

নব-ব্রহ্ম—নয়জন ব্রাহ্মণের (মরীচি আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ); **সমুৎপত্তিঃ**—বংশধর; **দক্ষযজ্ঞ**—দক্ষ যজ্ঞ; **বিনাশনম্**—বিনাশ; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **চরিতম্**—চরিত কথা; **পশ্চাৎ**—তারপর; **পৃথোঃ**—মহারাজ পৃথুর; **প্রাচীনবর্হিষঃ**—প্রাচীনবর্হির; **নারদস্য**—নারদমুনির সঙ্গে; **চ**—এবং; **সংবাদঃ**—তাঁর সংলাপ; **ততঃ**—তারপর;

প্রৈয়ব্রতম্—মহারাজ প্রিয়ব্রতের গল্প; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **নাভেঃ**—নাভীর; **ততঃ**—তারপর; **অনুচরিতম্**—জীবন ইতিহাস; **ঋষভস্য**—ভগবান ঋষভদেবের; **ভরতস্য**—ভরত মহারাজের; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সেখানে নয়জন মহান ব্রাহ্মণের বংশধরদের কথা, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ, ধ্রুব চরিত, মহারাজ পৃথু এবং প্রাচীনবর্হি চরিত, শ্রীনারদ এবং প্রাচীনবর্হির সংলাপ, মহারাজ প্রিয়ব্রতের জীবন ইতিহাস ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে। তারপর, হে ব্রাহ্মণগণ, শ্রীমদ্ভাগবত মহারাজ নাভি, ভগবান ঋষভদেব এবং মহারাজ ভরতের চরিত কথাও বর্ণনা করে।

শ্লোক ১৬

দ্বীপবর্ষসমুদ্রাণাং গিরিনদ্যুপবর্ণনম্ ।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ ॥ ১৬ ॥

দ্বীপ-বর্ষ-সমুদ্রাণাম্—দ্বীপ, মহাদেশ এবং সমুদ্রের; **গিরি-নদী**—পর্বত এবং নদীর; **উপবর্ণনম্**—বিস্তারিত বর্ণনা; **জ্যোতিঃ-চক্রস্য**—জ্যোতির্মণ্ডলের; **সংস্থানম্**—সংস্থান, **পাতাল**—পাতাললোক; **নরক**—নরকের; **স্থিতিঃ**—অবস্থিতি।

অনুবাদ

পৃথিবীর মহাদেশসমূহ, অঞ্চল, সমুদ্র, পর্বত এবং নদী সম্পর্কেও শ্রীমদ্ভাগবত বিস্তারিত বর্ণনা করে। মহাকাশীয় জ্যোতির্মণ্ডলের সংস্থিতি সংক্রান্ত বর্ণনা, পাতাল এবং নরকের অবস্থা, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।

শ্লোক ১৭

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাং চ সন্ততিঃ ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্নগখগাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

দক্ষ-জন্ম—দক্ষের জন্ম; **প্রচেতোভ্যঃ**—প্রচেতাদের কাছ থেকে; **তৎ-পুত্রীণাম্**—তাঁর কন্যাদের; **চ**—এবং; **সন্ততিঃ**—সন্তান-সন্ততি; **যতঃ**—যার থেকে; **দেব-অসুর-নরাঃ**—দেবতা, অসুর এবং মনুষ্যগণ; **তির্যক্-নগ-খগ-আদয়ঃ**—পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য প্রজাতি।

অনুবাদ

প্রচেতাদের পুত্ররূপে দক্ষের পুনর্জন্ম, দক্ষকন্যাদের সন্তান-সন্ততি, যারা দেবতা, অসুর, নর, পশু, সর্প, পক্ষী এবং অন্যান্য বংশধারার সূত্রপাত করেছিলেন—এ সকলের কথাই তাতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৮

ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ ।
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৮ ॥

ত্বাষ্ট্রস্য—ত্বষ্টার পুত্রের (বৃত্র); **জন্ম-নিধনম্**—জন্ম এবং মৃত্যু; **পুত্রয়োঃ**—হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু নামক দুই পুত্রের; **চ**—এবং; **দিতেঃ**—দিতির; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **দৈত্য-ঈশ্বরস্য**—দৈত্যেশ্বরদের কথা; **চরিতম্**—চরিত কথা; **প্রহ্লাদস্য**—প্রহ্লাদের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, বৃত্রাসুরের জন্ম ও মৃত্যুর কথা, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর কথা এবং দৈত্যেশ্বর মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ১৯

মন্বন্তরানুকথনং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্ ।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

মনু-অন্তর—বিভিন্ন মনুর শাসনকালের; **অনুকথনম্**—বিস্তারিত বর্ণনা; **গজ-ইন্দ্রস্য**—গজেন্দ্রের; **বিমোক্ষণম্**—মুক্তি; **মনু-অন্তর-অবতারাঃ**—প্রত্যেক মন্বন্তরে পরমেশ্বর ভগবানের বিশেষ অবতার; **চ**—এবং; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **হয়শিরা-আদয়ঃ**—যেমন ভগবান হয়শীর্ষা।

অনুবাদ

প্রত্যেক মনুর শাসনকাল, গজেন্দ্রমোক্ষণ এবং প্রতিটি মন্বন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিশেষ অবতার, যেমন হয়শীর্ষাদি—ইত্যাদিও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২০

কৌর্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনং চ জগৎপতেঃ ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্ ॥ ২০ ॥

কৌর্মম্—কূর্ম অবতার; **মাৎস্যম্**—মৎস অবতার; **নারসিংহম্**—নরসিংহরূপে; **বামনম্**—বামনরূপে; **চ**—এবং; **জগৎ-পতেঃ**—জগৎপতির; **ক্ষীর-উদ**—ক্ষীরসমুদ্রের; **মথনম্**—মন্থন; **তদ্বৎ**—সেইরূপ; **অমৃত-অর্থে**—অমৃতের জন্য; **দিব-ওকসাম্**—স্বর্গবাসীদের পক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত কূর্ম, মৎস, নরসিংহ এবং বামনরূপে জগৎপতির আবির্ভাবের কথা এবং অমৃত লাভের উদ্দেশ্যে দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের কথাও বর্ণনা করে।

শ্লোক ২১

দেবাসুরমহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনম্ ।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ ॥ ২১ ॥

দেব-অসুর—দেবতা এবং অসুরদের; মহাযুদ্ধম্—মহাযুদ্ধ; রাজ-বংশে—রাজবংশের; অনুকীর্তনম্—অনুক্রমিক আবৃত্তি; ঈক্ষ্বাকু-জন্ম—ইক্ষ্বাকুর জন্ম; তৎ-বংশঃ—তাঁর বংশ; সুদ্যুম্নস্য—সুদ্যুম্নের (বংশের কথা); মহা-আত্মনঃ—মহাত্মা।

অনুবাদ

দেবাসুর মহাসংগ্রামের কাহিনী, বিভিন্ন রাজবংশের আনুক্রমিক বর্ণন, ইক্ষ্বাকুর জন্ম কথা, তাঁর বংশ এবং মহাত্মা সুদ্যুম্নের বংশের কথা—এই সবই এই গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্লোক ২২

ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ ।
সূর্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ ॥ ২২ ॥

ইলা-উপাখ্যানম্—ইলার উপাখ্যান; অত্র—এই গ্রন্থে; উক্তম্—বলা হয়েছে; তারা-উপাখ্যানম্—তারার উপাখ্যান; এব—বস্তুতপক্ষে; চ—ও; সূর্য-বংশে—সূর্যবংশের; অনুকথনম্—বর্ণনা; শশাদ-আদ্যাঃ—শশাদ প্রভৃতি; নৃগ-আদয়ঃ—নৃগ আদি।

অনুবাদ

ইলা এবং তারার উপাখ্যান, শশাদ এবং নৃগাদি রাজা সহ সূর্যবংশের বিভিন্ন রাজাদের কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৩

সৌকন্যং চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ ।
খট্বাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ ॥ ২৩ ॥

সৌকন্যম্—সুকন্যার কাহিনী; চ—এবং; অথ—তখন; শর্যাতেঃ—শর্যাতির; ককুৎস্থস্য—ককুৎস্থের; চ—এবং; ধীমতঃ—যিনি ছিলেন বুদ্ধিমান রাজা; খট্বাঙ্গস্য—খট্বাঙ্গের; চ—এবং; মান্ধাতুঃ—মান্ধাতার; সৌভরেঃ—সৌভরি মুনির; সগরস্য—সগরের; চ—এবং।

অনুবাদ

সুকন্যার উপাখ্যান, শর্যাতি, ধীমান ককুৎস্থ, খট্টাঙ্গ, মান্ধাতা, সৌভরি মুনি এবং সগরের কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৪

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্ ।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাং চ সম্ভবঃ ॥ ২৪ ॥

রামস্য—ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের; কোশল-ইন্দ্রস্য—কোশল রাজ; চরিতম্—চরিতকথা; কিল্বিষ-অপহম্—সমস্ত পাপ নাশকারী; নিমেঃ—মহারাজ নিমির; অঙ্গ-পরিত্যাগঃ—তাঁর দেহত্যাগ; জনকানাম্—জনক বংশের; চ—এবং; সম্ভবঃ—আবির্ভাব।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য কাহিনী, কোশল রাজার কাহিনী এবং মহারাজ নিমির জড়দেহ ত্যাগের কাহিনীও বর্ণনা করে। জনক রাজবংশীয় রাজাদের আবির্ভাব কাহিনীও সেখানে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৫-২৬

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রীকরণং ভুবঃ ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ ॥ ২৫ ॥
দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশোঽনুকীর্তিতঃ ॥ ২৬ ॥

রামস্য—ভগবান পরশুরামের দ্বারা; ভার্গব-ইন্দ্রস্য—শ্রেষ্ঠতম ভার্গব; নিঃক্ষত্রী-করণম্—সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার; ভুবঃ—পৃথিবীর; ঐলস্য—মহারাজ ঐলের; সোম-বংশস্য—চন্দ্রবংশের; যযাতেঃ—যযাতির; নহুষস্য—নহুষের; চ—এবং; দৌষ্মন্তেঃ—দুষ্মন্ত-পুত্রের; ভরতস্য—ভরতের; অপি—ও; শান্তনোঃ—মহারাজ শান্তনুর; তৎ—তার; সুতস্য—পুত্র ভীষ্মের; চ—এবং; যযাতেঃ—যযাতির; জ্যেষ্ঠ-পুত্রস্য—জ্যেষ্ঠ পুত্রের; যদোঃ—যদুর; বংশঃ—বংশ; অনুকীর্তিতঃ—অনুকীর্তিত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে শ্রেষ্ঠতম ভার্গব ভগবান পরশুরাম ভূপৃষ্ঠের সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করেছিলেন। অধিকন্তু এই গ্রন্থে চন্দ্রবংশে আবির্ভূত ঐল, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্তপুত্র ভরত, শান্তনু এবং শান্তনুপুত্র ভীষ্মদেবের মতো

মহিমামণ্ডিত রাজন্যদের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ যদুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহান বংশের কথাও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ ।
বসুদেবগৃহে জন্ম ততো বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে ॥ ২৭ ॥

যত্র—যে বংশে; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কৃষ্ণ-আখ্যঃ**—কৃষ্ণ নামে পরিচিত; **জগদীশ্বরঃ**—জগদীশ্বর; **বসুদেব-গৃহে**—বসুদেবের গৃহে; **জন্ম**—তাঁর জন্ম; **ততঃ**—তারপর; **বৃদ্ধিঃ**—তাঁর বৃদ্ধি; **চ**—এবং; **গোকুলে**—গোকুলে।

অনুবাদ

কিভাবে জগদীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হলেন, কিভাবে তিনি বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করলেন, তারপর কিভাবে তিনি গোকুলে বর্ধিত হলেন—এ সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৮-২৯

তস্য কর্মাণ্যপারাণি কীর্তিতান্যসুরদ্বিষঃ ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ ॥ ২৮ ॥
তৃণাবর্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ ।
অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্ ॥ ২৯ ॥

তস্য—তাঁর; **কর্মাণি**—কার্যসমূহ; **অপারাণি**—অপার; **কীর্তিতানি**—কীর্তিত হয়; **অসুর-দ্বিষঃ**—অসুরদের শত্রু; **পূতনা**—পূতনা রাক্ষসীর; **অসু**—তার প্রাণবায়ু সহ; **পয়ঃ**—দুধের; **পানম্**—পান করা; **শকট**—শকটের; **উচ্চাটনম্**—ভঙ্গ করা; **শিশোঃ**—শিশুর দ্বারা; **তৃণাবর্তস্য**—তৃণাবর্তের; **নিষ্পেষঃ**—পদদলিত করা; **তথা**—এবং; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বক-বৎসয়োঃ**—বক এবং বৎস নামীয় অসুরদের; **অঘ-অসুর**—অঘাসুরের; **বধঃ**—হত্যা; **ধাত্রা**—ব্রহ্মা কর্তৃক; **বৎস-পাল**—গোপবালক এবং গোবৎসদের; **অবগূহনম্**—অপহরণ।

অনুবাদ

পূতনার স্তন্যপানের সঙ্গে তার প্রাণবায়ুকে শোষণ করা, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত দলন, বকাসুর, বৎসাসুর এবং অঘাসুর বধ, ব্রহ্মাকর্তৃক গোপসখা এবং গোবৎসগণ অপহৃত হলে পর ভগবানের অনুষ্ঠিত লীলা—ইত্যাদি বাল্যলীলার সঙ্গে অসুরারি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলাকথাও সেখানে কীর্তিত হয়েছে।

শ্লোক ৩০

ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সংক্ষয়ঃ ।
গোপানাং চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ ॥ ৩০ ॥

ধেনুকস্য—ধেনুকের; **সহভ্রাতুঃ**—তার সঙ্গীদের সঙ্গে; **প্রলম্বস্য**—প্রলম্বের; **চ**—এবং; **সংক্ষয়ঃ**—ধ্বংস; **গোপানাম্**—গোপবালকদের; **চ**—এবং; **পরিত্রাণম্**—পরিত্রাণ; **দাব-অগ্নেঃ**—দাবাগ্নি থেকে; **পরিসর্পতঃ**—যা পরিবেষ্টিত করছিল।

অনুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম ধেনুকাসুর ও তার সঙ্গীদের বধ করেছিলেন, কিভাবে প্রভু বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীব্র দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত গোপসখাদের রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১-৩৩

দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্ ।
ব্রতচর্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ ॥ ৩১ ॥
প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাং চানুতাপনম্ ।
গোবর্ধনোদ্ধারণং চ শক্রস্য সুরভেরথ ॥ ৩২ ॥
যজ্ঞাভিষেকঃ কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু ।
শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ ॥ ৩৩ ॥

দমনম্—দমন; **কালিয়স্য**—কালিয়ের; **অহেঃ**—সর্প; **মহা অহেঃ**—মহাসর্পের কবল থেকে; **নন্দমোক্ষণম্**—নন্দ মহারাজের মুক্তি; **ব্রত-চর্যা**—কঠোর তপস্যা সম্পাদন; **তু**—এবং; **কন্যানাম্**—গোপীদের; **যত্র**—যার দ্বারা; **তুষ্টঃ**—পরিতুষ্ট হয়েছিলেন; **অচ্যুতঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ব্রতৈঃ**—তাদের ব্রতের দ্বারা; **প্রসাদঃ**—কৃপা; **যজ্ঞপত্নীভ্যঃ**—যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীদের প্রতি; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণ পতিদের; **চ**—এবং; **অনুতাপনম্**—অনুতাপ; **গোবর্ধন-উদ্ধারণম্**—গোবর্ধন পর্বত ধারণ; **চ**—এবং; **শক্রস্য**—ইন্দ্রের দ্বারা; **সুরভেঃ**—সুরভী গাভী সহ; **অথ**—তারপর; **যজ্ঞ-অভিষেকঃ**—যজ্ঞাভিষেক; **কৃষ্ণস্য**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের সঙ্গে; **ক্রীড়া**—ক্রীড়া; **চ**—এবং; **রাত্রিষু**—রাত্রিতে; **শঙ্খচূড়স্য**—শঙ্খচূড় নামক অসুরের; **দুর্বুদ্ধেঃ**—দুর্বুদ্ধি পরায়ণ; **বধঃ**—বধ; **অরিষ্টস্য**—অরিষ্টের; **কেশিনঃ**—কেশীর।

অনুবাদ

কালিয় নাগ দমন, মহাসর্প থেকে নন্দ মহারাজের উদ্ধার, গোপবালিকাদের কঠোর তপস্যা—যার দ্বারা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করেছিলেন, অনুতপ্ত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীগণের প্রতি ভগবানের কৃপাপ্রদর্শন, গোবর্ধন পর্বত ধারণ এবং তারপর সুরভী গাভী এবং ইন্দ্র কর্তৃক ভগবানের পূজাভিষেক, গোপীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নৈশ লীলা মূর্খ অসুর শঙ্খচূড়, অরিষ্ট এবং কেশীর নিধন—এই সমস্ত লীলাই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ ।
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ ॥ ৩৪ ॥

অক্রূর—অক্রূরের; আগমনম্—আগমন; পশ্চাৎ—তারপর; প্রস্থানম্—প্রস্থান; রাম-কৃষ্ণয়োঃ—ভগবান কৃষ্ণ এবং বলরাম; ব্রজস্ত্রীণাম্—বৃন্দাবনের স্ত্রীগণ; বিলাপঃ—বিলাপ; চ—এবং; মথুরা-আলোকনম্—মথুরা দর্শন; ততঃ—তারপর।

অনুবাদ

অক্রূরের আগমন, তারপর কৃষ্ণ ও বলরামের মথুরা প্রস্থান, গোপীদের বিলাপ এবং কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা ভ্রমণাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৫

গজমুষ্টিকচাণূরকংসাদীনাং তথা বধঃ ।
মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥ ৩৫ ॥

গজ—কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর; মুষ্টিক-চাণূর—চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরের; কংসে—কংসের; আদীনাম্—এবং অন্যদের; তথা—ও; বধঃ—বধ; মৃতস্য—যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন; আনয়নম্—ফিরিয়ে আনা; সূনোঃ—পুত্রের; পুনঃ—পুনরায়; সান্দীপনেঃ—সান্দীপনির; গুরোঃ—তাঁদের গুরু।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে, চাণূর মুষ্টিকাদি মল্লবীরদের এবং কংসাদি অন্যান্য অসুরদের বধ করেছিলেন, এবং কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গুরুদেব সান্দীপনি মুনির মৃতপুত্রদের ফিরিয়ে এনেছিলেন—এ সকল কথাও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

মথুরায়াং নিবসতা যদুচক্রস্য যৎ প্রিয়ম্ ।
কৃতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ ॥ ৩৬ ॥

মথুরায়াম্—মথুরাতে; **নিবসতা**—বসবাসকারী তাঁর দ্বারা; **যদু-চক্রস্য**—যদুমণ্ডলের জন্য; **যৎ**—যা; **প্রিয়ম্**—তৃপ্তিকারী; **কৃতম্**—কৃত হয়েছিল; **উদ্ধব-রামাভ্যাম্**—উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে; **যুতেন**—সংযুক্ত; **হরিণা**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, তারপর উদ্ধব এবং বলরামের সঙ্গে মথুরায় বাস করার সময়, ভগবান শ্রীহরি কিভাবে যদুবংশের তৃপ্তিবিধানের উদ্দেশ্যে লীলাবিলাস করেছিলেন, এই গ্রন্থ তার বর্ণনা দেয়।

শ্লোক ৩৭

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যা নিবেশনম্ ॥ ৩৭ ॥

জরাসন্ধ—মহারাজ জরাসন্ধের দ্বারা; **সমানীত**—সমবেত; **সৈন্যস্য**—সৈন্যের; **বহুশঃ**—বহুবার; **বধঃ**—বধ; **ঘাতনম্**—হত্যা; **যবন-ইন্দ্রস্য**—যবনরাজের; **কুশস্থল্যাঃ**—দ্বারকার; **নিবেশনম্**—প্রতিষ্ঠা।

অনুবাদ

বহুবার জরাসন্ধ কর্তৃক আনীত সৈন্যসমূহের নিধন, বর্বর জাতির রাজা কালযবনের হত্যা এবং দ্বারকানগরীর প্রতিষ্ঠার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩৮

আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ ॥ ৩৮ ॥

আদানম্—গ্রহণ; **পারিজাতস্য**—পারিজাত বৃক্ষের; **সুধর্মায়াঃ**—সুধর্মা নামক সভাকক্ষের; **সুর-আলয়াৎ**—দেবতাদের আলয় থেকে; **রুক্মিণ্যাঃ**—রুক্মিণীর; **হরণম্**—হরণ; **যুধে**—যুদ্ধে; **প্রমথ্য**—পরাজিত করে; **দ্বিষতঃ**—তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির দ্বারা।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ আরও বর্ণনা করে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ থেকে পারিজাতবৃক্ষ ও সুধর্মা নামক সভাগৃহ আনয়ন করেছিলেন, এবং কিভাবে তিনি যুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে রুক্মিণীদেবীকে হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৯

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্ ।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণং চ যৎ ॥ ৩৯ ॥

হরস্য—ভগবান শ্রীশিবের; জৃম্ভণম্—প্রবল হাই তোলা; যুদ্ধে—যুদ্ধে; বাণস্য—বাণাসুরের; ভুজ—বাহুর; কৃন্তনম্—কর্তন; প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতিম্—প্রাগজ্যোতিষ নগরের অধিপতি; হত্বা—হত্যা করে; কন্যানাম্—কুমারীদের; হরণম্—হরণ; চ—এবং; যৎ—যা।

অনুবাদ

বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের প্রবল জৃম্ভণ উৎপন্ন করে তাঁকে পরাজিত করেছিলেন, কিভাবে ভগবান বাণাসুরের বাহুগুলি কর্তন করেছিলেন এবং কিভাবে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অধিপতিকে বধ করেছিলেন এবং তারপর তার নগরীতে আবদ্ধ রাজকন্যাদের উদ্ধার করেছিলেন, এই সমস্ত কাহিনীও বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪০-৪১

চৈদ্যপৌণ্ড্রকশাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্মতেঃ ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥
মাহাত্ম্যং চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্ ।
ভারাবতরণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ৪১ ॥

চৈদ্য—চেদিরাজ শিশুপালের; পৌণ্ড্রক—পৌণ্ড্রকের; শাল্বানাম্—এবং শাল্বের; দন্তবক্রস্য—দন্তবক্রের; দুর্মতেঃ—দুর্মতি; শম্বরঃ দ্বিবিদঃ পীঠঃ—শম্বর, দ্বিবিদ এবং পীঠ নামক অসুর; মুরঃ পঞ্চজন-আদয়ঃ—মুর, পঞ্চজন এবং অন্যেরা; মাহাত্ম্যম্—পরাক্রম; চ—এবং; বধঃ—মৃত্যু; তেষাম্—এদের; বারাণস্যাঃ—পবিত্র বারানসী নগরী; চ—এবং; দাহনম্—দহন; ভার—ভারের; অবতরণম্—পরিণতি; ভূমেঃ—ভূমির; নিমিত্তী-কৃত্য—নিমিত্ত কারণ; পাণ্ডবান্—পাণ্ডপুত্রগণ।

অনুবাদ

চেদিরাজের পরাক্রম ও মৃত্যুর বর্ণনা, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর, পঞ্চজন এবং অন্যান্য অসুরের বর্ণনা, এবং তৎসঙ্গে বারানসী নগরী কিভাবে ভস্মীভূত হয়ে ভূমিস্যাৎ হয়েছিল—এই সকল বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবদের নিযুক্ত করে ভূভার হরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪২-৪৩

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ ।
উদ্ধবস্য চ সংবাদো বসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ ॥ ৪২ ॥
যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনির্ণয়ঃ ।
ততো মর্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ ॥ ৪৩ ॥

বিপ্র-শাপ—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; অপদেশেন—ছলনায়; সংহারঃ—সংহার; স্বকুলস্য—নিজ বংশের; চ—এবং; উদ্ধবস্য—উদ্ধবের সঙ্গে; চ—এবং; সংবাদঃ—আলোচনা; বসুদেবস্য—বসুদেবের (নারদের সঙ্গে); চ—এবং; অদ্ভুতঃ—অদ্ভুত; যত্র—যাতে; আত্ম-বিদ্যা—আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান; হি—বস্তুতপক্ষে; অখিলা—সম্পূর্ণরূপে; প্রোক্তা—উক্ত হয়েছিল; ধর্ম-বিনির্ণয়ঃ—ধর্ম নির্ধারণ; ততঃ—তারপর; মর্ত্য—মর জগতের; পরিত্যাগঃ—পরিত্যাগ; আত্ম-যোগ—ব্যক্তিগত যোগবল; অনুভাবতঃ—শক্তিতে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের অভিশাপের ছলে ভগবান কিভাবে নিজ বংশকে সংবরণ করলেন, নারদের সঙ্গে বসুদেবের সংলাপ, উদ্ধব ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কথোপকথন যা পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং মানব সমাজের ধর্মনীতি নির্ধারণ করে, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা এবং তারপর কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগবলে মরজগতকে পরিত্যাগ করলেন, সে সব কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৪৪

যুগলক্ষণবৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ ।
চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা ॥ ৪৪ ॥

যুগ—বিভিন্ন যুগের; লক্ষণ—লক্ষণ; বৃত্তিঃ—বৃত্তি; চ—ও; কলৌ—বর্তমান কলিযুগে; নৃণাম্—মানুষদের; উপপ্লবঃ—সামগ্রিক উপদ্রব; চতুঃ-বিধঃ—চার প্রকার; চ—এবং; প্রলয়ঃ—প্রলয়ের পন্থা; উৎপত্তিঃ—সৃষ্টি; ত্রি-বিধা—তিন প্রকার; তথা—এবং।

অনুবাদ

এই গ্রন্থ বিভিন্ন যুগের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, কলিযুগের উপদ্রব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা, চতুর্বিধ প্রলয় এবং তিন প্রকার সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা করে।

শ্লোক ৪৫

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুরাতস্য ধীমতঃ ।
শাখাপ্রণয়নমৃর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা ।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

দেহত্যাগঃ—তাঁর দেহত্যাগ; চ—এবং; রাজ-ঋষেঃ—রাজর্ষির দ্বারা; বিষ্ণুরাতস্য—পরীক্ষিত; ধী-মতঃ—বুদ্ধিমান; শাখা—বেদের শাখা; প্রণয়নম্—প্রণয়ন; ঋষেঃ—মহাঋষি ব্যাসদেব থেকে; মার্কণ্ডেয়স্য—মার্কণ্ডেয় ঋষির; সৎ-কথা—পুণ্য কথা; মহা-পুরুষ—ভগবানের বিশ্বরূপ; বিন্যাসঃ—বিন্যাস; সূর্যস্য—সূর্যের; জগৎ-আত্মনঃ—বিশ্বাত্মা।

অনুবাদ

ধীমান রাজর্ষি বিষ্ণুরাত তথা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, শ্রীল ব্যাসদেব কিভাবে বেদ শাখার প্রণয়ন করলেন, তার ব্যাখ্যা, শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষির পুণ্যকথা, বিশ্বাত্মা সূর্যদেবরূপে এবং বিরাট পুরুষরূপে ভগবানের বিশ্বরূপের বিস্তারিত বিন্যাস সম্পর্কিত বর্ণনাও সেখানে রয়েছে।

শ্লোক ৪৬

ইতি চোক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টোঽহমিহাস্মি বঃ ।
লীলাবতারকর্মাণি কীর্তিতানীহ সর্বশঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি—এইভাবে; চ—এবং; উক্তম্—উক্ত; দ্বিজ-শ্রেষ্ঠাঃ—দ্বিজশ্রেষ্ঠ; যৎ—যা; পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত; অহম্—আমি; ইহ—এখানে; অস্মি—হয়েছি; বঃ—আপনাদের দ্বারা; লীলা-অবতার—পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় আনন্দবিধায় দিব্য লীলা অবতার; কর্মাণি—কর্মসমূহ; কীর্তিতানি—কীর্তিত হয়েছে; ইহ—এই শাস্ত্রে; সর্বশঃ—সম্পূর্ণরূপে।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা আমি এখানে উপস্থাপিত করলাম। এই গ্রন্থ ভগবানের লীলা অবতারের লীলার মহিমা পূর্ণরূপে কীর্তন করেছে।

শ্লোক ৪৭

পতিতঃ স্খলিতশ্চার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্ ।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্বপাতকাৎ ॥ ৪৭ ॥

পতিতঃ—পতিত; স্খলিতঃ—স্খলিত; চ—এবং; আর্তঃ—ব্যথিত; ক্ষুত্ত্বা—হাঁচি দিয়ে; বা—অথবা; বিবশঃ—অনিচ্ছাকৃতভাবে; গৃণন্—জপকীর্তন করে; হরয়ে নমঃ—শ্রীহরিকে প্রণাম; ইতি—এইরূপে; উচ্চৈঃ—উচ্চস্বরে; মুচ্যতে—মুক্ত হয়; সর্ব-পাতকাৎ—সমস্ত পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

পতিত, স্খলিত, ব্যথিত হয়ে কিংবা হাঁচি দেওয়ার সময় কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবেও উচ্চস্বরে বলেন—'ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম', তাহলে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে সর্বদাই উচ্চস্বরে 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' কীর্তন করছেন এবং সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে জড় জাগতিক ভোগ প্রবণতা থেকে উদ্ধার করবেন যদি আমরাও উচ্চস্বরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির গুণমহিমা কীর্তন করি।

শ্লোক ৪৮

সংকীর্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্ ।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ৪৮ ॥

সংকীর্ত্যমানঃ—যথাযথভাবে কীর্তিত হয়ে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অনন্তঃ—অনন্ত; শ্রুত—শ্রুত হয়ে; অনুভাবঃ—তাঁর শক্তি; ব্যসনম্—দুঃখ; হি—বস্তুতপক্ষে; পুংসাম্—ব্যক্তির; প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; চিত্তম্—চিত্ত; বিধুনোতি—

ধৌত করে; অশেষম্—সামগ্রিকভাবে; যথা—ঠিক যেরকম; তমঃ—অন্ধকার; অর্কঃ—সূর্য; অভ্রম্—মেঘ; ইব—যেন; অতিবাতঃ—প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ।

অনুবাদ

মানুষ যখন যথাযথরূপে পরমেশ্বর ভগবানের গুণকীর্তন করে কিংবা শুধুমাত্র তাঁর শক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করে, ভগবান স্বয়ং তখন তাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করে তাঁদের দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের প্রতিটি চিহ্নকে ধৌত করে, ঠিক যেমন সূর্য অন্ধকার দূর করে কিংবা প্রবল বায়ু প্রবাহ মেঘপুঞ্জকে তাড়িত করে।

তাৎপর্য

কেউ হয়তো সূর্যের অন্ধকার নিরাকরণের দৃষ্টান্তে নাও সন্তুষ্ট হতে পারে, কেননা কখনও কখনও গুহাস্থিত অন্ধকার সূর্যের দ্বারা দূরীভূত হয় না। তাই প্রবল বাতাস যা মেঘের আবরণকে বিতাড়িত করে, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। এইভাবে এখানে গুরুত্ব সহকারে বলা হল যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয় থেকে জড় মায়ার অন্ধকার বিদূরিত করবেন।

শ্লোক ৪৯

মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্‌গুণোদয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

মৃষাঃ—মিথ্যা; গিরঃ—কথা; তাঃ—তারা; হি—বস্তুতপক্ষে; অসতীঃ—অসত্য; অসৎ-কথাঃ—অনিত্য বিষয় সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় কথা; ন কথ্যতে—আলোচিত হয় না; যৎ—যেখানে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অধোক্ষজঃ—ভগবান; তৎ—তা; এব—একাকী; সত্যম্—সত্য; তৎ—তা; উহ—বস্তুতপক্ষে; এব—একাকী; মঙ্গলম্—মঙ্গলময়; তৎ—তা; এব—একাকী; পুণ্যম্—পুণ্য; ভগবৎ-গুণ—পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলী; উদয়ম্—যা প্রকাশ করে।

অনুবাদ

যে সমস্ত কথা অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণমহিমা কীর্তন করে না, শুধু ক্ষণস্থায়ী জড় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে, সে সকল কথা কেবলই মিথ্যা এবং নিষ্প্রয়োজনীয়। যে সমস্ত কথা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য গুণাবলীকে ব্যক্ত করে, শুধুমাত্র সে সকল কথাই সত্য, শুভ এবং পুণ্যময়।

তাৎপর্য

দুদিন আগে আর পরে, সমস্ত জড় সাহিত্য এবং আলোচনা অবশ্যই কালের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হবে। অপরপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বর্ণনা আমাদেরকে মায়ামোহ থেকে মুক্ত করতে পারে এবং ভগবানের প্রেমভক্তি-পরায়ণ সেবকরূপে আমাদের নিত্যস্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যদিও পশুসদৃশ মানুষেরা পরম সত্যের সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু যাঁরা সভ্য, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদ্ভাবে ভগবানের দিব্য গুণমহিমা প্রচার করে যাওয়া।

শ্লোক ৫০

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৫০ ॥

তৎ—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **রম্যম্**—আকর্ষণীয়; **রুচিরম্**—আস্বাদনীয়; **নবম্ নবম্**—নব নব; **তৎ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শশ্বৎ**—অবিরাম; **মনসঃ**—মনের পক্ষে; **মহা-উৎসবম্**—মহা উৎসব; **তৎ**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **শোক-অর্ণব**—শোক সাগর; **শোষণম্**—যা শুষ্ক করে দেয়; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের পক্ষে; **যৎ**—যাতে; **উত্তমঃ-শ্লোক**—পরম যশস্বী পরমেশ্বর ভগবান; **যশঃ**—যশ মহিমা; **অনুগীয়তে**—গীত হয়।

অনুবাদ

যে সমস্ত কথা পরম যশস্বী ভগবানের গুণমহিমা বর্ণনা করে, সেই সমস্ত কথা হচ্ছে আকর্ষণীয়, আস্বাদনীয় এবং নিত্য নব নবায়মান। বস্তুতপক্ষে সেই সমস্ত কথা মনের পক্ষে এক নিত্য উৎসব স্বরূপ এবং সেই সমস্ত কথা মানুষের দুঃখ সমুদ্রকে শোষণ করতে পারে।

শ্লোক ৫১

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্ ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥ ৫১ ॥

ন—না; **যৎ**—যা; **বচঃ**—বাক্য; **চিত্র-পদম্**—বিচিত্র কথা; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **যশঃ**—মহিমা; **জগৎ**—জগৎ; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **প্রগৃণীত**—বর্ণনা করে; **কর্হিচিৎ**—সর্বদা; **তৎ**—সেই; **ধ্বাঙ্ক্ষ**—কাকের; **তীর্থম্**—তীর্থ; **ন**—না; **তু**—অপরপক্ষে; **হংস**—পরমহংস তথা তত্ত্ববিদ সাধুদের দ্বারা; **সেবিতম্**—সেবিত; **যত্র**—যেখানে; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত (বর্ণিত হয়); **তত্র**—সেখানে; **হি**—কেবল; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **অমলাঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

একাই সমগ্র জগতকে পবিত্র করতে সক্ষম যে পরমেশ্বর ভগবান, যে সমস্ত কথা সেই ভগবানের গুণমহিমা কীর্তন করে না, সেই সমস্ত কথাকে কাকের তীর্থক্ষেত্র বলে গণ্য করা হয় এবং দিব্য জ্ঞানে অবস্থিত সন্তগণ কখনই ঐ সমস্ত কথার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। অমল প্রকৃতির সাধু ভক্তগণ শুধুমাত্র অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের গুণমহিমা শ্রবণ কীর্তনেই আগ্রহ বোধ করেন।

শ্লোক ৫২

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ৫২ ॥

তৎ—তা; **বাক্**—শব্দ ভাণ্ডার; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **জনতা**—সাধারণ জনতার; **অঘ**—পাপের; **সংপ্লবঃ**—বিপ্লব; **যস্মিন্**—যাতে; **প্রতি-শ্লোকম্**—প্রতিটি শ্লোক; **অবদ্ধবতি**—অসংবদ্ধভাবে রচিত; **অপি**—যদিও; **নামানি**—দিব্য নাম প্রভৃতি; **অনন্তস্য**—অনন্ত ভগবানের; **যশঃ**—যশোমহিমা; **অঙ্কিতানি**—অঙ্কিত; **যৎ**—যা; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করে; **গায়ন্তি**—গান করে; **গৃণন্তি**—গ্রহণ করে; **সাধবঃ**—পবিত্র সৎ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা আদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপপঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ ও নির্মলচিত্ত সাধুরা শ্রবণ, কীর্তন এবং গ্রহণ করেন।

শ্লোক ৫৩

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন হ্যর্পিতং কর্ম যদপ্যনুত্তমম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈষ্কর্ম্যম্—সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি; **অপি**—তবুও; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবান যিনি তাঁর স্বরূপগত অবস্থা থেকে কখনও বিচ্যুত হন না; **ভাব**—ধারণা; **বর্জিতম্**—বর্জিত; **ন**—না; **শোভতে**—শোভা পায়; **জ্ঞানম্**—দিব্যজ্ঞান; **অলম্**—ক্রমশ; **নিরঞ্জনম্**—উপাধিমুক্ত; **কুতঃ**—কোথায়; **পুনঃ**—পুনরায়; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **অভদ্রম্**—অশুভ; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অর্পিতম্**—অর্পিত; **কর্ম**—সকাম কর্ম; **যৎ**—যা; **অপি**—এমন কি; **অনুত্তমম্**—অনতিক্রান্ত।

অনুবাদ

আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে, তাহলে তা শোভা পায় না। তেমনই অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলেও, যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক ও অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তাহলে তার কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী দুটি শ্লোক *ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে (১/৫/১০-১২) সামান্য ভিন্নরূপে দেখা যায়। অনুবাদটি শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ ভিত্তিক।

শ্লোক ৫৪

যশঃশ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃশ্রুতাদিষু ।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধরপাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

যশঃ—যশ; **শ্রিয়াম্**—এবং ঐশ্বর্য; **এব**—শুধু; **পরিশ্রমঃ**—পরিশ্রম; **পরঃ**—মহান; **বর্ণ-আশ্রম-আচার**—বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় মানুষের কর্তব্য পালনের দ্বারা; **তপঃ**—তপস্যা; **শ্রুত**—পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ; **আদিষু**—এবং ইত্যাদি; **অবিস্মৃতিঃ**—বিস্মৃত না হওয়া;

শ্রীধর—লক্ষ্মীদেবীর পালকের; পাদ-পদ্ময়োঃ—চরণকমলের; গুণ-অনুবাদ—গুণকীর্তন; শ্রবণ—শ্রবণের দ্বারা; আদর—আদর করে; আদিভিঃ—প্রভৃতি।

অনুবাদ

বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় সামাজিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, তপস্যার অনুশীলনে এবং বেদ শ্রবণে মানুষ যে সকল প্রচেষ্টা করে থাকে, সেগুলি চরমে শুধু জড় জাগতিক যশ এবং ঐশ্বর্যলাভেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে এবং সাদরে লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বর ভগবানের দিব্যগুণাবলীর কথা শ্রবণ-কীর্তন করে মানুষ তাঁর চরণকমলের কথা স্মরণ করতে পারে।

শ্লোক ৫৫

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানং চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৫৫ ॥

অবিস্মৃতিঃ—স্মরণ; কৃষ্ণ-পদ-অরবিন্দয়োঃ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের; ক্ষিণোতি—ক্ষয় করে; অভদ্রাণি—প্রতিটি অশুভ; চ—এবং; শম—সৌভাগ্য; তনোতি—প্রসারিত হয়; সত্ত্বস্য—হৃদয়ের; শুদ্ধিম্—শুদ্ধি; পরম-আত্ম—পরমাত্মার জন্য; ভক্তিম্—ভক্তি; জ্ঞানম্—জ্ঞান; চ—এবং; বিজ্ঞান—প্রত্যক্ষ উপলব্ধিসহ; বিরাগ—এবং বৈরাগ্য; যুক্তম্—বিভূষিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের স্মৃতি সমস্ত অশুভ দূর করে মানুষকে পরম সৌভাগ্যে পুরস্কৃত করে। এটি হৃদয়কে পবিত্র করে এবং পরমাত্মার প্রতি জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যসংযুত ভক্তি দান করে।

শ্লোক ৫৬

যূয়ং দ্বিজাগ্র্যা বত ভূরিভাগা
যচ্ছশ্বদাত্মন্যখিলাত্মভূতম্ ।
নারায়ণং দেবমদেবমীশম্
অজস্রভাবা ভজতাবিবেশ্য ॥ ৫৬ ॥

যূয়ম্—আপনাদের সকলে; দ্বিজ-অগ্র্যাঃ—হে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণগণ; বত—বাস্তবিকপক্ষে; ভূরি-ভাগাঃ—পরম সৌভাগ্যশালী; যৎ—কারণ; শশ্বৎ—অবিরাম; আত্মনি—আপনাদের হৃদয়ে; অখিল—সকলের; আত্ম-ভূতম্—পরমাত্মা; নারায়ণম্—ভগবান শ্রীনারায়ণ; দেবম্—পরমেশ্বর ভগবান; অদেবম্—যাঁর উর্ধ্বে অন্য কোন ভগবান নেই; ঈশম্—পরম নিয়ন্তা; অজস্র—অপ্রতিহত; ভাবাঃ—প্রেম লাভ করে; ভজত—আপনাদের আরাধনা করা উচিত; আবিবেশ্য—তাঁকে স্থাপন করে।

অনুবাদ

হে দ্বিজাগ্রগণ, আপনারা বাস্তবিকই পরম ভাগ্যবান, কেননা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান, পরম নিয়ন্তা, সমস্ত জীবের পরমাত্মা, যাঁর উর্ধ্বে আর কোনও ঈশ্বর নেই—সেই শ্রীনারায়ণকে আপনারা আপনাদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন। তাঁর প্রতি আপনাদের প্রেম অপ্রতিহত এবং তাই তাঁর আরাধনা করার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।

শ্লোক ৫৭

অহং চ সংস্মারিত আত্মতত্ত্বং
শ্রুতং পুরা মে পরমর্ষিবক্ত্রাৎ ।
প্রায়োপবেশে নৃপতেঃ পরীক্ষিতঃ
সদস্যৃষীণাং মহতাং চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৫৭ ॥

অহম্—আমি; চ—এবং; সংস্মারিতঃ—স্মরণ করানো হয়েছে; আত্মতত্ত্বম্—পরমাত্মার বিজ্ঞান; শ্রুতম্—শুনেছি; পুরা—পূর্বে; মে—আমার দ্বারা; পরম-ঋষি—পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; বক্ত্রাৎ—মুখ থেকে; প্রায়-উপবেশে—আমৃত্যু উপবাসে; নৃপতেঃ—নৃপতির; পরীক্ষিতঃ—পরীক্ষিত; সদসি—সভায়; ঋষীণাম্—ঋষিদের; মহতাম্—মহান; চ—এবং; শৃণ্বতাম্—যখন তারা শ্রবণ করছিলেন।

অনুবাদ

সম্প্রতি আমিও ভগবৎ তত্ত্ব বিজ্ঞানের কথা পূর্ণরূপে অনুস্মরণ করার সুযোগ পেয়েছি যা পূর্বে আমি পরম ঋষি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করেছিলাম। মহারাজ পরীক্ষিত যখন আমৃত্যু উপবাসে উপবিষ্ট হয়েছিলেন, সেই সময় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তাঁকে হরিকথা শ্রবণ করিয়েছিলেন এবং সেই মহর্ষিদের সভায় আমিও উপস্থিত থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করেছিলাম।

শ্লোক ৫৮

এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রাঃ কথনীয়োরুকর্মণঃ ।
মাহাত্ম্যং বাসুদেবস্য সর্বাশুভবিনাশনম্ ॥ ৫৮ ॥

এতৎ—এই; বঃ—আপনাদেরকে; কথিতম্—কথিত; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ; কথনীয়—যিনি বর্ণিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, তাঁর; উরুকর্মণঃ—যাঁর কার্যাবলী অতি মহান; মাহাত্ম্যম্—মহিমা; বাসুদেবস্য—ভগবান বাসুদেবের; সর্ব-অশুভ—সমস্ত অশুভ; বিনাশনম্—যা পূর্ণরূপে বিনাশ করে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, আমি এইরূপে আপনাদের কাছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করলাম, যাঁর অসাধারণ লীলা কীর্তিত হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়। এই বর্ণনা সমস্ত অশুভ বিনাশ করে।

শ্লোক ৫৯

য এতৎ শ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ ।
শ্লোকমেকং তদর্ধং বা পাদং পাদার্ধমেব বা ।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুনাত্যাত্মানমেব সঃ ॥ ৫৯ ॥

যঃ—যিনি; এতৎ—এই; শ্রাবয়েৎ—অন্যদের শ্রবণ করার; নিত্যম্—সর্বদা; যাম-ক্ষণম্—প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিক্ষণে; অনন্য-ধীঃ—অনন্য চিত্তে; শ্লোকম্—শ্লোক; একম্—এক; তৎ-অর্ধম্—তার অর্ধেক; বা—অথবা; পাদম্—একটি মাত্র পাদ; পাদ-অর্ধম্—অর্ধেক পাদ; এব—বস্তুতপক্ষে; বা—অথবা; শ্রদ্ধাবান্—শ্রদ্ধাবান; যঃ—যিনি; অনুশৃণুয়াৎ—যথার্থ উৎস থেকে শ্রবণ করেন; পুনাতি—পবিত্র করে; আত্মানম্—তাঁর স্বীয় আত্মা; এব—বস্তুতপক্ষে; সঃ—তিনি।

অনুবাদ

যিনি অনন্যচিত্তে অবিরাম প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্তে এই গ্রন্থ আবৃত্তি করেন এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে এমনকি একটি শ্লোক, কিংবা অর্ধশ্লোক, অথবা একটি পাদ, এমনকি পাদার্ধও শ্রবণ করেন, নিশ্চিতরূপে তিনি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করেন।

শ্লোক ৬০

দ্বাদশ্যামেকাদশ্যাং বা শৃণ্বন্নায়ুষ্যবান্ ভবেৎ ।
পঠত্যনশ্নন্ প্রযতঃ পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্বাদশ্যাম্—দ্বাদশী তিথিতে; **একাদশ্যাম্**—পবিত্র একাদশীতে; **বা**—অথবা; **শৃণ্বন্**—শ্রবণ করে; **আয়ুষ্য-বান্**—দীর্ঘজীবী; **ভবেৎ**—হয়; **পঠতি**—যদি কেউ পাঠ করে; **অনশ্নম্**—উপবাসী থেকে; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **পূতঃ**—পবিত্র; **ভবতি**—হয়; **পাতকাৎ**—পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

যিনি একাদশী বা দ্বাদশী তিথিতে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই দীর্ঘ জীবন লাভ করবেন এবং যিনি উপবাসের সময় যত্ন সহকারে তা শ্রবণ করবেন, তিনি অবশ্যই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হবেন।

শ্লোক ৬১

পুষ্করে মথুরায়াং চ দ্বারবত্যাং যতাত্মবান্ ।
উপোষ্য সংহিতামেতাং পঠিত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ৬১ ॥

পুষ্করে—পুষ্কর নামক পবিত্র তীর্থে; **মথুরায়াম্**—মথুরাতে; **চ**—এবং; **দ্বারবত্যাম্**—দ্বারকাতে; **যত-আত্ম-বান্**—আত্ম-সংযত; **উপোষ্য**—উপবাস করে; **সংহিতাম্**—সাহিত্য; **এতাম্**—এই; **পঠিত্বা**—পাঠ করে; **মুচ্যতে**—মুক্ত হয়; **ভয়াৎ**—ভয় থেকে।

অনুবাদ

যিনি মন সংযত করে পুষ্কর, মথুরা বা দ্বারকা রূপ পবিত্র তীর্থে উপবাস পূর্বক এই শাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হবেন।

শ্লোক ৬২

দেবতা মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরো মনবো নৃপাঃ ।
যচ্ছন্তি কামান্ গৃণতঃ শৃণ্বতো যস্য কীর্তনাৎ ॥ ৬২ ॥

দেবতাঃ—দেবতাগণ; **মুনয়ঃ**—মুনিগণ; **সিদ্ধাঃ**—সিদ্ধ যোগিগণ; **পিতরঃ**—পিতৃ পুরুষগণ; **মনবঃ**—মনুগণ; **নৃপাঃ**—পার্থিব রাজন্যগণ; **যচ্ছন্তি**—প্রদান করেন; **কামান্**—কামনাসমূহ; **গৃণতঃ**—যিনি জপকীর্তন করেন, তার প্রতি; **শৃণ্বতঃ**—কিংবা যিনি শ্রবণ করেন; **যস্য**—যার; **কীর্তনাৎ**—কীর্তন হেতু।

অনুবাদ

যিনি শ্রবণ এবং কীর্তনের মাধ্যমে এই পুরাণের গুণকীর্তন করেন, দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃপুরুষ, মনু এবং পৃথিবীর নৃপতিগণ তাঁদেরকে সমস্ত কাম্য বিষয় দান করেন।

শ্লোক ৬৩

ঋচো যজূংষি সামানি দ্বিজোঽধীত্যানুবিন্দতে ।
মধুকুল্যা ঘৃতকুল্যাঃ পয়ঃকুল্যাশ্চ তৎফলম্ ॥ ৬৩ ॥

ঋচঃ—ঋগ্‌বেদের মন্ত্র; **যজূংসি**—যজুর্বেদের; **সামানি**—সামবেদের; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **অনুবিন্দতে**—লাভ করে; **মধু-কুল্যাঃ**—মধুর নদী; **ঘৃত-কুল্যাঃ**—ঘৃতের নদী; **পয়ঃ-কুল্যা**—দুধের নদী; **চ**—এবং; **তৎ**—সেই; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

ঋক, যজুঃ এবং সামবেদ পাঠ করে একজন ব্রাহ্মণ যেরকম মধু, ঘি এবং দুধের সরিৎ প্রবাহ আস্বাদন করে, এই শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেও তিনি অনুরূপ আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

শ্লোক ৬৪

পুরাণসংহিতামেতামধীত্য প্রযতো দ্বিজঃ ।
প্রোক্তং ভগবতা যত্তু তৎপদং পরমং ব্রজেৎ ॥ ৬৪ ॥

পুরাণ-সংহিতাম্—সমস্ত পুরাণের সার; **এতাম্**—এই; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **প্রযতঃ**—যত্ন সহকারে; **দ্বিজঃ**—দ্বিজ; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত; **ভগবতাঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **যৎ**—যা; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ**—তা; **পদম্**—পদ; **পরমম্**—পরম; **ব্রজেৎ**—লাভ করেন।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে সমস্ত পুরাণের সারাতিসার এই সংহিতা পাঠ করেন, তিনি পরম পদ লাভ করবেন, যা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান এখানে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৬৫

বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুয়াৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্ ।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বং চ শূদ্রাঃ শুধ্যেত পাতকাৎ ॥ ৬৫ ॥

বিপ্রঃ—একজন ব্রাহ্মণ; **অধীত্য**—অধ্যয়ন করে; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করে; **প্রজ্ঞাম্**—ভক্তিমূলক সেবা বুদ্ধি; **রাজন্য**—রাজা; **উদধি-মেখলাম্**—সমুদ্র পরিবেষ্টিত (পৃথিবী); **বৈশ্যঃ**—ব্যবসায়ী; **নিধি**—ভাণ্ডারের; **পতিত্বম্**—প্রভুত্ব; **চ**—এবং; **শূদ্রঃ**—কর্মচারী; **শুদ্ধ্যেত**—শুদ্ধ হয়; **পাতকাৎ**—পাপের ফল থেকে।

অনুবাদ

যে ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় দৃঢ়বুদ্ধি লাভ করেন, যে রাজা তা পাঠ করেন, তিনি পৃথিবীর উপর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করেন, বৈশ্য মহা সম্পত্তি লাভ করেন এবং শূদ্র সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৬৬

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো
হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্ ।
ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্তিঃ
পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ৬৬ ॥

কলি—কলিযুগ; মল-সংহতি—সমস্ত মলিনতার; কালনঃ—ধ্বংসকারী; অখিল-ঈশঃ—সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; ইতরত্র—অন্যত্র; ন গীয়তে—বর্ণিত হয়নি; হি—বস্তুতপক্ষে; অভীক্ষ্ণম্—অবিরাম; ইহ—এখানে; তু—যা হোক; পুনঃ—পক্ষান্তরে; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অশেষ-মূর্তিঃ—যিনি অশেষ ব্যক্তিরূপে ব্যাপ্ত হন; পরিপঠিতঃ—মুক্তভাবে বর্ণিত; অনু-পদম্—প্রতিটি শ্লোকে; কথা-প্রসঙ্গৈঃ—কথা প্রসঙ্গে।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের পরম নিয়ন্তা ভগবান শ্রীহরি কলিযুগের পুঞ্জীভূত পাপকে ধ্বংস করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য গ্রন্থগুলি অবিরাম তাঁর গুণকীর্তন করে না। কিন্তু সেই পরম পুরুষোত্তম ভগবান অসংখ্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন কাহিনী জুড়ে অবিরাম এবং পর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছেন।

শ্লোক ৬৭

তমহমজমনন্তমাত্মতত্ত্বং
জগদুদয়স্থিতিসংযমাত্মশক্তিম্ ।
দ্যুপতিভিরজশক্রশঙ্করাদ্যৈ-
র্দুরবসিতস্তবমচ্যুতং নতোঽস্মি ॥ ৬৭ ॥

তম্—তাকে; অহম্—আমি; অজম্—অজ; অনন্তম্—অনন্ত; আত্ম-তত্ত্বম্—মূল পরমাত্মা; জগৎ—জড় ব্রহ্মাণ্ডের; উদয়—সৃষ্টি; স্থিতি—পালন; সংযম—এবং প্রলয়; আত্ম-শক্তিম্—যার স্বীয় শক্তির দ্বারা; দ্যু-পতিভিঃ—স্বর্গের অধিপতিদের দ্বারা; অজ-

শক্র-শঙ্কর-আদ্যৈঃ—ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং শিব প্রমুখ; **দুরবসিত**—অচিন্ত্য; **স্তবম্**—স্তব; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান; **নতঃ**—প্রণত; **অস্মি**—আমি।

অনুবাদ

আমি সেই অজ অনন্ত পরমাত্মাকে প্রণাম করি, যাঁর স্বীয় শক্তি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কে কার্যকর করে। এমনকি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্কর এবং অন্যান্য সুরপতিগণও অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৬৮

উপচিতনবশক্তিভিঃ স্ব আত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায় ।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায় ॥ ৬৮ ॥

উপচিত—পূর্ণরূপে বিকশিত; **নব-শক্তিভিঃ**—তাঁর নয়টি শক্তির দ্বারা (প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার এবং পঞ্চতন্মাত্র) **স্ব-আত্মনি**—নিজের মধ্যে; **উপরচিত**—সান্নিধ্যে রচিত; **স্থির-জঙ্গম**—স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়প্রকার জীবের; **আলয়ায়**—ধাম; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **উপলব্ধি-মাত্র**—শুদ্ধ চেতনা; **ধাম্নে**—যার প্রকাশ; **সুর**—অধিদেবতাদের; **ঋষভায়**—প্রধান; **নমঃ**—আমার প্রণাম; **সনাতনায়**—সনাতন ভগবানকে।

অনুবাদ

আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি যিনি সনাতন প্রভু, অন্যান্য সমস্ত অধিদেবতাদের অধীশ্বর, যিনি তাঁর নয়টি জড় শক্তিকে বিকশিত করে নিজের মধ্যে সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের বাসস্থান রচনা করেছেন এবং যিনি সর্বদাই দিব্য শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত।

শ্লোক ৬৯

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৬৯ ॥

স্বসুখ—আত্মসুখে; **নিভৃত**—নিভৃত; **চেতাঃ**—যার চেতনা; **তৎ**—সেই কারণে; **ব্যুদস্ত**—পরিত্যক্ত; **অন্যভাবঃ**—অন্য চেতনা; **অপি**—যদিও; **অজিত**—অজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **রুচির**—আনন্দদায়ক; **লীলা**—লীলার দ্বারা; **আকৃষ্ট**—আকৃষ্ট; **সারঃ**—যাঁর হৃদয়; **তদীয়ম্**—ভগবানের লীলা সম্পর্কিত; **ব্যতনুত**—প্রসারিত, ব্যক্ত; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **যঃ**—যিনি; **তত্ত্ব-দীপম্**—পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতি; **পুরাণম্**—পুরাণ (শ্রীমদ্ভাগবত); **তম্**—তাঁকে; **অখিল-বৃজিনঘ্নম্**—সমস্ত অশুভ নাশকারী; **ব্যাসসূনুম্**—শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র; **নতঃ অস্মি**—আমার প্রণাম নিবেদন করি।

অনুবাদ

শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে আমি আমার প্রণাম নিবেদন করি। তিনিই এই জগতের সমস্ত অশুভকে পরাভূত করেন। যদিও প্রথমে তিনি ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন এবং অনন্যচেতা হয়ে নিভৃতে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ক পরম সুশ্রাব্য লীলায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাই কৃপাপূর্বক পরম সত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিস্বরূপ ভগবানের লীলা বর্ণনাকারী এই পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এবং তাঁর পরম্পরাধারায় অন্যান্য মহান আচার্যদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন না করে কোনও মানুষের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের গভীর দিব্য তাৎপর্যে অবগাহন করার সুযোগ লাভ করা সম্ভব নয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংক্ষেপ' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।